সমকাল

তারিখ ... 07 APR 2017
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ পেলেই গ্রেফতার, কেন্দ্র বাতিল

■ বিশেষ প্রতিনিধি

পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে কোনো ধরনের সম্পৃক্ততার অভিযোগ পেলে সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মচারীকে গ্রেফতার করা হবে। একই সঙ্গে বাতিল করা হবে ওই পরীক্ষার কেন্দ্র। প্রাথমিক তদন্তে দোষী সাব্যস্ত হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থাসহ এমপিওভুক্তি বাতিল করা হবে। অব্যাহতি দেওয়া হবে শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা সংক্রান্ত সব কার্যক্রম থেকে। প্রশ্নফাঁস ঠেকাতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এমন কঠোর নীতি গ্রহণ করেছে।

কঠোর অবস্থানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক) চৌধুরী মুফাদ আহমেদ সমকালকে বলেন, 'প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে শিক্ষকদের জড়িত হওয়ার বিষয়টি নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। কিছু জায়গায় কেন্দ্র সচিব, প্রতিষ্ঠানপ্রধান নিজেই প্রশ্নফাঁসের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছেন। কখনও তারা কেন্দ্রের মধ্যেই প্রশ্নের সমাধান করিয়ে দিচ্ছেন বলেও জেনেছি। গত বছর ফরিদপুরে এ ধরনের অভিযোগ পেয়ে হাতেনাতে ধরা হয় কেন্দ্র সচিব ও দু'জন শিক্ষককে। পরে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, প্রশ্নফাঁস এখন মহামারি আকার ধারণ করেছে। এ থেকে রক্ষা পেতে কঠোর হওয়া ছাড়া উপায় নেই। এ জন্য প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ পেলেই ওই স্কুলের পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করা হবে। প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে দুই শিক্ষক গ্রেফতার হওয়ায় কমলাপুরের শেরেবাংলা রেলওয়ে স্কুল অ্যান্ড কলেজের কেন্দ্র বাতিল করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান বলেন, 'শুধু এ স্কুলের অধ্যক্ষ ও একজন শিক্ষক নন, প্রতিষ্ঠানের অনেকেই প্রশ্নফাঁসের সঙ্গে যুক্ত বলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অভিযোগ করেছে। এ অভিযোগে দু'জনকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। মন্ত্রণালয় বিষয়টি তদন্ত করছে। এ অবস্থায় পাবলিক পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে কেন্দ্র বাতিল করার মতো কঠোর ব্যবস্থা নিতে আমরা বাধ্য হচ্ছি। এটা শুধু এ প্রতিষ্ঠানের জন্য নয়, যারা এ ধরনের গর্হিত কাজে জড়িত থাকবেন, তাদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

গত ২ এপ্রিল ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে ওই কেন্দ্র বাতিল করে বলা হয়, 'গত এসএসসি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে এ স্কুলের অধ্যক্ষ আবদুল আলীম এবং শিক্ষক রফিকুল ইসলাম জড়িত থাকায় পুলিশ ■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৩

প্রশ্নফাঁসের

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

তাদের গ্রেফতার করেছে। এ অবস্থায় পাবলিক পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে এ স্কুলের কেন্দ্রটি চলতি বছর থেকে বাতিল করা হয়েছে। একই সঙ্গে অভিযুক্ত দুই শিক্ষককে বোর্ডের পরীক্ষা-সংক্রান্ত সব কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলো।' তাদের বিরুদ্ধে বিধি অনুযায়ী অন্যান্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও চিঠিতে জানানো হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, সারাদেশে চলমান এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় স্মার্টফোনসহ সব ধরনের ফোন নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এর পরও প্রথম দিন স্মার্টফোন নিয়ে প্রশ্ন আনতে যাওয়ায় গ্রেফতার হন ঢাকার তিনজন শিক্ষক। তাদের বিরুদ্ধে আরও ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানিয়ে একজন অতিরিক্ত সচিব বলেন, এসব জায়গায় আমরা জিরো টলারেন্স দেখাব। প্রয়োজনে তাদের এমপিও স্থগিত করা হবে।

কালো কাচের গাড়িতে প্রশ্ন নেওয়া যাবে না : শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর বেইলি রোডে সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজে এইচএসসির পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শনে যান। তিনি সেখানে অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলেন এবং পরীক্ষা পদ্ধতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মতামত জানতে চান। পরীক্ষার্থীদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি।

পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে মন্ত্রী বলেন, প্রশ্নপত্র আনা-নেওয়ার সময় আরও সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ট্রেজারি থেকে প্রশ্নপত্র আনার সময় ব্যবহৃত গাড়ি যাতে কালো কাচের না হয়, সে ব্যাপারে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, স্বচ্ছ কাচের গাড়িতে প্রশ্নপত্র বহন করতে হবে, যাতে বাইরে থেকে দেখা যায়। পরিদর্শনকালে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান, সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজের পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান এসএ মাহমুদ এবং কলেজের অধ্যক্ষ কানিজ ফাতেমা আক্তার উপস্থিত ছিলেন।